স্মৃতি সততই শহর

আর্যনীল মুখোপাধ্যায়

১

স্মৃতি সততই শহর। যেভাবে সতত ভাবা হয়। মোচার খোলায় বাল্যকালে পরিবহন। মরে যাওয়া ফুচকাওলা। কালোখাতায় সাঁটা ডাকটিকিটের মুখ। আমার স্মৃতি অন্য শহর। বহু রাস্তা ঝাঁকের কই শুধু একটা ভেসে উঠছে, দুটো। ট্রামের পংক্তি পেঁচিয়ে মস্তিস্কতরঙ্গ। চেনা-অচেনা এক জোড়া মাথার কিশোরী। একই শরীরে শিঁথি আর বীথি। ডানহাতটা শিঁথির, বামটা বীথির। দুহাতে তারা নিজেদের যৌথচুল বাঁধে। কেশজ যে অন্ধকার, তার সুতোয় সুতোয় হারানো বাই-লেন। তার একটা আজ সন্ধ্যায় আঙুলে জড়িয়ে। রাস্তা থাকলে তার সময়ও থাকবে। সুতো থাকলে গ্রন্থি। জটায় বাঁধা বলি দেওয়া অনেক মুখ যেখান থেকে ঝুলছে। তারা সর্বসত্ত্বা দিয়ে আমার সর্বকালের সঙ্গে কথা কয়।

২

স্বপ্ন দেখছি শহরটা জীবনের মতো। আর সে জীবনের সমস্ত মেয়েরা মার্কামারা এভিনিউগুলোয় নেমে নাচছে। হাতে হাত বোনা। পাতায় পাতায়। কুরুশের ফুলে বুরুশের ফুলের মতো। লিঙ্গ বদল ক'রে স্বপ্ন স্বপ্না হয়েছে। হ্রদের ওপর নীল আলো নেমে দিন নেই রাত নেই দেখায়। তখনই বাড়ি ফেরা স্বপ্নারা কাঁধের ওপর দুপা তুলে দিয়ে উর্বরা হয়। আর এই যাদুবিদ্যা তাদের মাধ্যমেই প্রজন্ম পেরোয়। কবিদের ছেলেমেয়েরা সহসা গেয়ে ওঠে - যাদু, তেরি নজর।

৩

থাকথাক সারিসারি একটা পংক্তিবিন্যাস মাত্র। আমি বলছি এর মধ্যে কোন সুতো গাঁথা নেই। এমনকি অদৃশ্যও নয়। হয়তো মিছিল ইতিহাস কিন্তু ব্যক্তিগত স্মৃতিতে ফিকে। শহরের নীচ দিয়ে ট্রেন টেনে নিয়ে যায় আরেকটা শহর। পয়প্রণালীর মালিন্যকে টানে তার বর্জ্য জল। আলাস্কার শিকারি শ্লে-র কথা এলো। টান মেরে এলো তার বুনো কুকুরের পাল। গয়না মুকুট কাপড় খুলে স্রোত নিয়ে যাচ্ছে মরা দুর্গাকে। পলিতে ফেরাবে। কল্পিতার আবার যাত্রা কল্পনার কাদায়। আমি তখন ফিরছি ভাসান দলের সাথে। এই প্রাণতার প্রায় সবটাই থাকে আঙরাখার নীচে। মধ্যপদলোপী কর্মধারয়ে। মুখ-সিরীজের সব গল্প নিয়ে তাই বই হলো না। অ্যালবামের অনেকটা চলে গেল সৎকার সমিতির গাড়িতে।

৪

শহরের মুখ আর মুখোশ ছিলো আলাদা পথে, আলাদা পাড়ায়। রথের কথা মনে পড়লেই তার সুতো ধরে এসেছে বালকদের মুখ। এইভাবেই এসেছে মুখ ও মুখোশের প্রত্নতাত্ত্বিক সংঘর্ষের কথা। গড়ে তুলতে তুলতে ইতিহাসকে কতবার ফেলে ভেঙেছে প্রত্নতত্ত্ব। গাত্রবর্ণ ছাড়া সব নদীর মূল প্রচ্ছদে কতটাই বা ফারাক ? আলাদা শুধু সূত্রে, নদীর তলদেশে বিচিত্র ফার্ণ বা হারানো অঙ্গুরিকায়। গ্রামের বাড়ীগুলোর ওপর দিয়ে টেনে দেওয়া ওই রেলগাড়ীর সমান কামরাগুলো, যার প্রকোষ্ঠে নানারঙের অনুগল্প। অনুগল্পের ডবল হেলিকালগুলো কিভাবে জুড়ছে ভাঙছে - মুখোশ এসব ঢেকে রাখে, মিছিল একটা সমবেত অভিসন্ধির বোতল তুলে ধরে। আমরা তার অভ্যন্তরের গতিবিজ্ঞান জানিনা। জানিনা গেঁজিয়ে ওঠার লুকোনো মানে।

৫

কেউ বললেন মুখের চামড়াই শহরের রাস্তা। চামড়ার কথাই যখন উঠলো তখন ধরা যাক সেজানের এইক্স-য়-প্রঁভাঁস। ভূ-টানের তলে তলে কোথায় রয়েছে পাথরের সই তা রঙের কাঠামো দেখেই বোঝা যায়। না হয় স্তনসন্ধিরেখা মেয়েটির মন চেনাতে পারেনা তবু যারা বাবা মুস্তাফা, স্মরণের বালুকাবেলা পেরিয়ে ঠিক বাড়ীটা খুঁজে পায়। বাড়িটা কি চিনতে পারে তাকে ? ছবির কোন স্মৃতি নেই, কেবল স্মৃতির ছবি আছে। আখের শরবত কোথা থেকে আনা কেউ বললোনা। আখমাড়াই কলে তবু নির্যাস লেগে আছে। শুধু নির্যাস।

৬

কোনো কোনো ঋতু যেমন পাতা, ফুল, রেণু, তেমনই মুখ নিয়ে আসে শহরে। কোন জেলাশহর বা রেল-জংশন থেকে এই মেলামুখি মিছিল ? প্ল্যাঞ্চেটে এসেছিলো কোন গাঁয়ের ভূত ? যূদ্ধবিগ্রহে নিজের শহর হারিয়ে এসেছিলো কি একদল স্মৃতিভ্রংশ ? তার নাকের কানাচে জরুল, চোখের কোনে রহস্য, জিভের ডগার জড়তা। পাতা ঝরার পর পর অবশ্য নাগরদোলা এলো। ঋতুচক্রের শেষে গোলাকার সার্কাস তাঁবু। সেখানে ঢুকে দেখা গেলো সমস্ত মুখ মূক, রগুড়ে হয়ে আছে। আর সাদারঙে চোবানো বলেই তাতে নিয়ত সরসতা। ভাষার অক্ষরগুলো অথচ কালো আর অনুরাধার পিঠের তিল। দ্রাক্ষা জানে প্রাচীন রক্তের কালো কিভাবে উগরে দিলে এই *পিনো নোয়ার*।

৭

ব্যস্ত শহরের পথ এঁকে দেখাতে চাইলেই যায়না। পথিকের মুখেই তার আসল মানচিত্রায়ন। পাড়ার লোকটাই পাড়া। প্রোমোটারে প্রোমোটারে ছেয়ে গেলেও তাই। দেখুন ঐ ফতুয়া-লুঙ্গিকে...এর সউড়ি, ওর উনুন, তার শৌচাগারের পাশ দিয়ে, বৈঠকখানার ভেতর দিয়ে উঠোনের ভেজা মেখলা সরিয়ে আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন সঠিক ঠিকানায়। কখন ওই চিড় ধরেছিলো দেরাজের গায়ে - জানতে ? প্রবীণ হনুর দুপাশের রেখা যে আসলে ফাটল - জানতে ? একদিন তার ফাঁক দিয়ে এলো পুরনো প্লাবন। ৭৮-এর বন্যায় ভেসে যাওয়া রবারসোল। অথচ জল দেখে আমরা ভাবি কান্নার কথা । নস্টালজিয়ার ভূত দেখার কথা। তবু কালের চিড় ধরে বেরিয়ে এলো ওই গাল।

৮

নেহরু জাদুঘরে আবার ভেসে ওঠে সেই মুখগুলো। মোমের পুতুল দেখে। মনে পড়ে হাইস্কুলের জীববিজ্ঞান ল্যাব। মোম মাখানো সবুজ ট্রে জুড়ে পর পর স্থবির ব্যাঙগুলো। অসহায় ক্লোরোফর্ম ভেজা ঘুম। ইতিহাসের ভুল দিকে অচেতন। অথচ প্রাণ আছে ভেতরে। যা প্রমাণ করতে আমরা স্ক্যালপেল তুলে নিই। দেহের নীরক্ত প্রচ্ছদ ছ্যাঁদা করে পৃথিবীর রক্তিম ডায়নামোগুলো সারসার ধরা পড়ে। শিল্পবস্তু কোনদিন বোঝেনা সে কেন শিল্পের। কোনখানে তার প্রকৃত যৌনতা ছিল। ভ্রূকুটি থাকে ভবিষ্যের দিকেই তাক করা। সন্দিহানের বর্ম ভেদ করেই নতুন শিল্পের তীর ও তির্যক। সাদা বুশ শার্ট কালো ব্যাকব্রাশের আম-আদমিকেই তার বরাবরের সেলুট।

৯

অথবা গোয়ার ছবির কথা। দেয়ালের সামনে সারবাঁধা আগামী নিহতের তালিকা। আমাদের বেয়নেটের দিকে তাক করা। সেকি প্রলেতারিয়েত ! সেকি চতুর্দিকে *ছড়িয়ে থাকা সবুজ ক্ষেত ও খামার। যার দুপাশে হাজারটা মুখ আমার ?* ও দেখাবে শিল্পের অভিপ্রায় না বোঝার ধন্দে ঘুচে গেছে মুখের গোলাকৃতি। মেঘ না চাইতেই বৃষ্টি আসছে। যা বলতে চায়নি ওরা তার কড়াপাক অর্থ জমে যাচ্ছে বাক্যের খাঁজে। পাঠকের মুখ ফেন্সিং-এর প্রতিদ্বন্দ্বী। দেখা যায় না। শুধু টের পাই *কাকে যেন ভালোবেসে / আঘাত পেয়ে যে শেষে /পাগলা গারদে আছে রমা রায়।*

১০

সারি সারি মেয়েরা গানের মুখ নিয়ে নাড়াচাড়া করে। চাল বাছার মতো। সারিগানের ওপরেই এইসব নারীদের মুখ। কোন প্রয়োজনীয়তা থেকে তারা ? আমাদের খামের কোন কোণে এদের বরাদ্দ একটুকু ছিলো ? বা আদৌ ছিলো কিনা ...এদের উল্টোপিঠে আঠা ছিলো কিনা ....এইসব বিনাকারণ ভাবনার পিছু নিয়ে একটা গুঞ্জনকুন্ডলী আসে... মাশরুম মেঘাকৃতি নিয়ে আসে মন্দ্রমধুপের ঝাঁক ...অনেকে পারে। অবনতি ও নিরাশাকে সহজে সরিয়ে রাখে। চোখের বড়মণি কালোটিপে গুম ক'রে রাখে ময়লা শতকের সমস্ত প্রগাঢ় ট্র্যাজেডি।